যুগান্তর

তারিখ ... 27 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার ২০৭ পদ দাবি

মুসতাক আহমদ

প্রথম দিনে স্থবির ৩০৫ সরকারি কলেজ

পে-স্কেলের বৈষম্য ও বিদ্যমান সংকট নিরসনে সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার ২০৭টি পদ চাচ্ছেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। এর মধ্যে সচিব মর্যাদার ৪৩টি (গ্রেড-১) এবং অতিরিক্ত সচিবের সমমর্যাদার ১৬৪টি (গ্রেড-২) পদ। এছাড়া যুগ্মসচিব বা গ্রেড-৩সহ অন্যান্য স্তরেও আগের চেয়ে বেশি পদ চাচ্ছেন তারা। এসব দাবি সংবলিত ২৬ দফা প্রস্তাবনা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আগামীকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। বর্তমানে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের কেউই সচিবের সমান মর্যাদা পান না। তবে ২টি পদ আছে অতিরিক্ত সচিবের সমমর্যাদার।

পে-স্কেলের বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন দাবিতে গত সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত তিন দফায় কর্মসূচি দিয়েছেন তারা। সর্বশেষ মঙ্গলবার থেকে তারা

দাবি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬
● **ছবি : পৃষ্ঠা ৩**

দাবি : অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিন দিন লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। পাশাপাশি তারা নিজ নিজ কর্মস্থলের সামনে অবস্থান করছেন। কর্মসূচির প্রথম দিন দেশের ৩০৫টি সরকারি কলেজে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার যুগান্তরকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পে-স্কেলের সমস্যা নিরসনের অংশ হিসেবেই তারা এ প্রস্তাব তৈরি করেছেন। ৭ জানুয়ারি প্রকৃটি-বিসিএস (২৬ ক্যাডার) সমন্বয় কমিটির সঙ্গে সিনিয়র সচিবদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, নতুন পে-স্কেলের কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন ক্যাডারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হবে, যা নিজ নিজ অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যাবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করে পাঠাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এরই মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পক্ষ থেকে ৬ দফার একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। বিসিএস শিক্ষা সমিতির এক শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, সমিতির কোনো মতামত না নিয়ে মাউশি ওই প্রস্তাব তৈরি করেছে। এর সঙ্গে তারা পুরোপুরি একমত নন। তারা আলাদা প্রস্তাবনা তৈরি করেছেন। আগামীকাল তা শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিবের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সমিতির প্রস্তাবনা : বর্তমানে মাউশি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) শীর্ষ পদ তিনটি মহাপরিচালকের (গ্রেড-১)। সমিতি চাচ্ছে, এর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) শীর্ষ পদটি পরিচালক থেকে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদ করা হবে। এর সঙ্গে ৯৯টি অনার্স-মাস্টার্স কলেজের মধ্যে শিক্ষার্থী সংখ্যায় বড় বিবেচিত ২৮টির অধ্যক্ষ, ১০টি শিক্ষা বোর্ড এবং এনসিটিবির (জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) চেয়ারম্যানের পদও গ্রেড-১ করতে হবে।

গ্রেড-২ চাওয়া হয়েছে ১৬৪টি পদ। এর মধ্যে আছে মাউশির ৬টি পরিচালক, মাউশির ৯টি আঞ্চলিক দফতরের প্রধান পদগুলো, নায়েমের ৪টি পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ৮টি পরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের ২টি পরিচালক, এনসিটিবির ৪টি সদস্য পদ, ১০ শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সচিব, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিচালক, অনার্স-মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষ, নায়েমের ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞের ১০ পদ, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ও আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ। তবে এইচটিটিআইয়ের (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট) পরিচালক পদ চাওয়া হয়েছে গ্রেড-৩।

অনার্স-মাস্টার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ, ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, নন-অনার্স টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, ৩২টি কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা এবং সব অধ্যাপকের পদ চাওয়া হয়েছে গ্রেড-৩। বর্তমানে ৪৩৪টি অধ্যাপকের পদের ৫০ শতাংশ গ্রেড-৩ পান। বাকিরা পান গ্রেড-৪।

সপ্তম পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড পদোন্নতি না পাওয়া সহযোগী অধ্যাপকরা গ্রেড-৪ পেতেন। অষ্টম পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল নেই। এ কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণে বিভিন্ন উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক (এইচটিটিআই), সহযোগী অধ্যাপকের মোট পদের ১০ ভাগ চাওয়া হয়েছে গ্রেড-৪। গ্রেড-৪প্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপকদের অনার্স-মাস্টার্স কলেজ, ডিগ্রি কলেজ এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পদায়ন করতে হবে।

এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরিন বেগম বলেন, আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দেব। কারণ, আমাদের ক্যাডারের সবাই নিয়মিত পদোন্নতি পান না। যারা বঞ্চিত হন তারা সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ পেতেন। কিন্তু সে পথ অষ্টম পে-স্কেলে রুদ্ধ হয়েছে। এ বৈষম্য দূর করার জন্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিনিয়র সচিবদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের প্রস্তাবনা সচিবদের সেই কাজে সহায়ক হবে।

মাউশির প্রস্তাব : মাউশি এবং ডিপিই— এই দুটি দফতরের শীর্ষ পদ গ্রেড-১ করার প্রস্তাব দিয়েছে মাউশি। এছাড়া পরিচালক, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মিলিয়ে মোট ৪০টি পদ গ্রেড-২ চাওয়া হয়েছে। তবে সব অধ্যাপক পদটি গ্রেড-৩ চাওয়া হয়েছে। এটি সমিতিও চেয়েছে। আর বর্তমানের ৪৩৪টি অধ্যাপক পদ বাড়িয়ে ১০০৯টি করার প্রস্তাব গেছে। সহযোগী অধ্যাপক পদ বর্তমানে গ্রেড-৫-এ আছে। সহযোগী অধ্যাপকের পদও ১৫৬০টি থেকে বাড়িয়ে ২৪৯০টি করতে বলা হয়েছে। সহকারী অধ্যাপকের পদ ২৬৩৬টি থেকে বাড়িয়ে ৫০৩৬টি করতে বলা হয়েছে। প্রভাষক পদ আছে ৪১২১টি থেকে বাড়িয়ে ৯১৩৮টি করতে বলা হয়েছে।

কর্মবিরতিতে আরেক সমিতিরও সমর্থন : বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে মঙ্গলবার শুরু হওয়া কর্মবিরতি কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের আরেক সংগঠন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা অ্যাসোসিয়েশন। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মতিউর রহমান গাজ্জালি মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানান, তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে আমরাও আন্দোলন অব্যাহত রাখছি।